প্রফেসর ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান

এক নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস

আহমদ ইমরানুল আজিজ

কীর্তিমান মরেও অমর। কীর্তিমানের কীর্তি তাঁকে অমর করে রাখে। ঠিক এ রকম অমর কিংবদন্তী হলেন প্রফেসর ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান। যিনি একাধারে ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও ইসলামিক স্কলার। অশীতিপর ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ করোনাকালে ৯৫ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। ঐদিন সকালবেলা প্রাতঃরাশ সেরেই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। বাদে জোহর চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদে প্রথম জানাজা ও বাদে মাগরিব ঐতিহ্যবাহী চুনতি ময়দানে দ্বিতীয় জানাযা শেষে চুনতির ডিপুটি পাড়া মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। করোনা অতিমারীর এ সময়ে অনেকটা নিভৃতে তাঁর চিরবিদায় হয়। এ মহান শিক্ষাগুরু ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পণ্ডিতপ্রসূ 'চুনতি' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জানা যায়, তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ৪২ তম অধস্তন পুরুষ।

ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খানের শিক্ষা জীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও কৃতিত্বে চির ভাস্বর। মক্তব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্যায় ছিল সফলতায় ভরপুর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা প্রতিটি স্তরে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ড. খান ব্রিটিশ আমলেই স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ শেষ করে দেশভাগের বছরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সফলতার সাথে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ও স্বর্ণ পদক পেয়ে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস করেন। এরপর পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে এম. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার পূর্বে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডার বিখ্যাত ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক হিস্টরি অ্যান্ড কালচার বিষয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ পেলে তিনি সেখানে পাড়ি জমান। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি কৃতিত্বের সাথে এমএ. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ইউনফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ এর সান্নিধ্যে থেকে আরো নানা বিষয়ে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা বৃত্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত হন। বিশ্ববিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. আহমেদ হাসান দানী এর গবেষণা তত্ত্বাবধানে তিনি 'বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস' অনুসন্ধানে পিএইচডি গবেষণা চালিয়ে যান। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ফরায়েজী আন্দোলন স্টাডি করে এর সাথে বাংলার মুসলমানদের যোগসূত্র খুঁজে তিনি তাঁর মৌলিক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন। ড. খান ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি পিএইচ.ডি. থিসিসটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হয়। প্রখ্যাত ভূ-তাত্ত্বিক প্রফেসর ড. আহমেদ হাসান দানীর তত্ত্বাবধানে তাঁর পিএইচডি প্রোগ্রামে আরো পরীক্ষক ছিলেন বরেণ্য ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আই.এইচ. কোরেশী, প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেন এবং প্রফেসর ড. আজিজুর রহমান মল্লিক। তাঁর গবেষণাকর্মটি পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, করাচি প্রথম প্রকাশ করে। এরপর তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট ফেলোশিপ প্রাপ্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, বার্কলি এর ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে পলিটিক্যাল সায়েন্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বিষয়ে 'সেমিনার ইন ফিল্ড ওয়ার্ক কোর্স' সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েও গবেষণা করেন। তিনি জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ধারায় গভীর মনোযোগ সম্প্রসারিত করেন। বিশেষ করে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজ দর্শন, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, কোরআনের তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রফেসর খান কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদায় রিডার পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এরমধ্যে তিনি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা শাহ্ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ড. খান আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার ও একাডেমিক কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামাবাদ- এ কর্মরত অবস্থায় ড. খানের সাথে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কারো কারো মতে, তিনি বঙ্গবন্ধুর পরামর্শেই করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। ষাটের দশকে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। একবার ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সম্পর্কের বর্ণনা তিনি নিজ মুখে দিতে আমরা দেখেছি ও শুনেছি। এছাড়া ২০১৬ সালে দৈনিক পূর্বদেশের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে ড. খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেন। সেখানে দেখা যায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি চাকুরিসূত্রে পাকিস্তানে অবস্থান করার সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পাকিস্তান ছেড়ে স্বদেশে চলে আসেন। 'সাম্প্রতিক দেশকাল' নামক একটি অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়, 'পাকিস্তান সরকার ড. খানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামীদের গভীর যোগাযোগ বিষয়ে অবগত হয় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি বহুকষ্টে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি এড়িয়ে ভারত হয়ে স্থলপথে বাংলাদেশে চলে আসেন। দৈনিক পূর্বদেশের সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে ড. খান উল্লেখ করেন, আমরা পরস্পর নাম ধরে ডাকতাম এবং আমি ঢাকা গেলে তাঁর ধানমন্ডির ৩২নং বাড়িতে গিয়ে বেডরুমে বসে আলাপ করতাম। এভাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খানের হৃদ্যতার চিত্র ফুটে ওঠে। দেশে ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৮ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়। তখন বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খানকে মনোনীত করেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই মনোনয়নের সূত্রধরে ড. খান ১৫ অক্টোবর ১৯৭৬ থেকে ১৫ অক্টোবর ১৯৭৭ পর্যন্ত এক বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশি বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তিনি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামাজিক বিকাশ, মুসলিম সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, আল ফারাবীর চিন্তা দর্শন, ইবনে খলদুনের সমাজ দর্শন, হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমীরের আন্দোলনের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে শতাধিক মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ড. খানের বিশটির অধিক মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হলো বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস, ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি, যুক্তি তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধানে প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্য, ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিধারা, আন্তর্জাতিক কৌশলনীতির নিরিখে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক এর স্বরূপ ও সম্ভাবনা, সিদ্দীকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস, History of the Fara'idi Movement, Muslim Communities of South East Asia: A brief Survey, Titumir and his followers in British Indian Records, Muslim struggle for freedom in Bengal (1757-1947), Selections from Bengal Government records on Wahabi Trials (1863-1870), A bibliographical Introduction to Modern Islamic in India and Pakistan (1700-1955), International Islamic Conference, February 1968, Secularism, Socialism and what next?, A Comparative Study of Community Response to Disaster Management in Japan Bangladesh and South Asia, Social History of the Muslims Bangladesh under the British Rule, The Political Crisis of the present age: Capitalism, Communism and what next?, The Great Revolt of 1857 in India and the Muslims of Bengal, Origin and Development of Experimental Science: Encounter with the Modern West, Islamic Revivalism : During 18th, 19th & 20th Centuries (C.E.) in North Africa, Soudi Arabia, Pakistan, India and Bangladesh. এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রখ্যাত মালয়েশিয়ান দার্শনিক ওসমান বকরের লেখা 'তাওহীদ এন্ড সাইন্স' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে 'তাওহীদ ও বিজ্ঞান : ইসলামী বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন' নামে প্রকাশিত হয়।

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রফেসর ড. মুঈন উদ-দীন আহমদ খান। এ ধরনের অশীতিপর জ্ঞানী, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও খ্যাতিমান দার্শনিকের শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি।

লেখক: চট্টগ্রাম বন্দর কলেজে অধ্যাপনারত